



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 71 - 75

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

নতুন ভাবনার আলোকে শীতলামঙ্গল চর্চা

শিবনাথ দত্ত

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

Email ID: shibuvb1993@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Shitala Mangal,
socio-political
depression,
rural medication,
pandemic, Hindu
Muslim complexity,
river ports,
business through
river body,
Quality of life.

Abstract

In this paper we are trying to put a new insight on traditional 'Shitala Mangal' to understood its multidisciplinary possibility. although Ashutosh Bhattacharya (historian of Mangal Kavya) classified the Mangal Kavyas in two streams. we used to say this classification as- 1. 'Pradhan Mangal kavya' (Main stream Mangal kavyas) and 2. 'Opradhan Mangal kavyas' (Other Mangal kavyas).

Dr. Bhattacharya put 'Manasha Mangal', 'Chandi Mangal', 'Dharma Mangal' in 'Pradhan Mangal kavya' stream, in terms of their popularity. and 'Kalika Mangal', 'Raya Mangal', 'Goshani Mangal', 'Shosthi Mangal' as 'Oprodhan Mangal kavyas' as this kind of Mangal kavyas are not very famous in his opinion. It's also true fact that, many other research scholars didn't show any interest on this kavys. As a result, this kavays gon through the darkness of oblivion for years. 'Shitala Mangal' is one of those 'not so famous Mangal Kavys' but very important to Bengals very own rural and cultural history.

In this paper we gonna be discuss about different kind of 'Shitala Mangal Kavays' on their own different continent and different specialities. Krishna ram Das is the first poet of this stream. He wrote his 'Kavays' in late 17th to Middle of 18th century. Not only Krishna ram, but also Dwjo Haridev, Dwjo Nityanada Chakraborty, Dwjo Shombhusuta, Rameswar Ghosh, Rameswar Bhattacharya, Manik Ram Ganguly were Grate contributor of this stream.

Krishna Ram Das Divided his 'Shitala Mangal Kavya' in three different chapter or narrative. Each chapter not only shows Devi Shital's Greatness but also shown Socio-Political depression, economical or Quality of life at that time. In socio-political aspect, Krishna Ram Das done a great job, he documented seventeen century's many river port and business process of this ports, he also documented the water route for transport. In seventeen century's rural Bengal, Hindu- Muslim retaliation became very sensitive to control. Krishna ram also documented this very well. In his 'Kazir Pala' he wrote about the oppression of the local Muslim Ruler 'Ekabar Kazi'.

In this stream, Rameswar Ghosh is one of another unknown poets. In his 'kavya' he also wrote about local Ruler. To get right information of this

ruler or to know what happen that time in particular area, there are no other way than through this kind of 'Kavyas'. Basically, Devi Shitala is Deity of Pox and pandemic. all of this 'Sheetal Mangal' have a very unique connection, in this 'kavyas', poets are sometime descriptively elaborate that long ago in mediaeval Bengal how the common people survive from pandemic or pox or fever or any kind of diseases. While describing the greatness of the goddess, actually they mentioned ways to get rid of diseases.

Nityananda Chakraborty's 'kavya' quite difference from other. Actually, his one of the main focus points on cast division, and Women exploitation in 18th century.

So not only literary aspect, 'Shitala Mangal kavya' have a huge possibility to play an important role as a primary source in multidisciplinary practice.

Discussion

সাহিত্য হল সমাজের দলিল। ফলে সমাজবিজ্ঞানের পাঠ নির্ণয়ে সাহিত্যের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। আর এই সাহিত্যকে জানার জন্য আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন ধাবিত হয় তাঁর মূল শিকড়ের সন্ধানে। বাংলা সাহিত্যের এই শিকড়ের অনেকখানি নিহিত আছে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ভূমিতে। বিশেষত মঙ্গলকাব্যের যে বিশাল বিস্তৃতি সেখানেও এই এই অন্বেষণের পথটি সুস্পষ্ট। আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, -

“এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে।”

অথচ বাংলা মঙ্গলকাব্যের যথার্থ পাঠ সম্পর্কে আজও ঊদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল, কমবেশি এই তিনটি মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই বাংলা বিদ্যায়তনিক চর্চা সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই তিনটি কাব্যকেই 'প্রধান মঙ্গলকাব্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এর বাইরেও অচর্চিত মঙ্গলকাব্যের এক সুবিশাল জগৎ রয়ে গেছে। রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল অথবা গোসানিমঙ্গলের মতো একাধিক শ্রেণির কাব্যের মধ্যে বাংলার প্রাচীন কাব্যরীতি, মধ্যযুগীয় সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, লোকায়ত আচার ব্যবস্থার ছাপ বর্তমান। আমাদের আলোচ্য শীতলামঙ্গল কাব্য এমনই একটি অনালোচিত অচর্চিত কাব্য।

দেবী শীতলা বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী ও রোগপ্রশমনকত্রী। তিনি যেমন রোগ-ব্যাদি সৃষ্টি করেন তেমনি তিনি সমস্ত রোগ ব্যাদি থেকে মুক্তি দিয়ে শীতলতা প্রদান করেন। 'শীতলামঙ্গল' কাব্য ধারার সূচনা ঘটেছে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ্বে থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়পটে। মূলত দক্ষিণবঙ্গে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুরের বিবিধ অঞ্চলে দেবী শীতলার প্রশস্তি গীত পাওয়া গেছে। এই সমস্ত গীতকে কবিরা শীতলামঙ্গল বলেই অভিহিত করেছেন। যদিও অধিকাংশ শীতলাকে কেন্দ্র করে রচিত মঙ্গলকাব্যই প্রচলিত অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত ধাঁচ থেকে আলাদা। আবার বিভিন্ন কবির হাতে শীতলামঙ্গল কাব্যের বিবিধ রূপ, বিবিধ আখ্যান দেখা যায়, এই গুণেই শীতলামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগীয় অন্যান্য কাব্য থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। 'শীতলামঙ্গল' ধারার প্রথম কবি কৃষ্ণরাম দাস সপ্তদশ শতকের শেষদিকে এই কাব্যধারার সূচনা করেন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দ্বিতীয় কবি দ্বিজ হরিদেবের আবির্ভাব। আরেক উল্লেখযোগ্য কবি রামেশ্বর ঘোষের কাব্যটিও আকারে বৃহৎ, কিন্তু তাঁর সময়কাল অজ্ঞাত। শীতলামঙ্গল ধারার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি হলেন মেদিনীপুরের কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। তিনি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পরে কাব্য রচনা করেন, অর্থাৎ তিনি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। এযাবৎ প্রাপ্ত 'শীতলামঙ্গল' কাব্যগুলির নিত্যানন্দের রচিত পালার সংখ্যায় সর্বাধিক। তাঁর রচিত পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সৃষ্টিপত্তন পালা, শীতলার জন্ম পালা, শীতলার বিবাহ পালা, স্বর্গ পূজা পালা, ইন্দ্র পূজা পালা, অযোধ্যা পূজা পালা, গোকুল পূজা পালা, নিমা জগাতির পালা, বিরাট রাজার পালা, হেম ঘাট পালা ইত্যাদি। এই সমস্ত পালায় কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী একদিকে দেবী শীতলার মাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্য দিয়ে অপ্রতিষ্ঠিত দেবী শীতলার

সমাজে প্রতিষ্ঠার আখ্যান রচনা করেছেন অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকের নানান সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পালাবদল, সমসাময়িক সময়ে অল্লাভাব, বীভৎস মহামারিতে আক্রান্ত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে এখন আধুনিক সাহিত্যচর্চার দিনে মধ্যযুগীয় কবি নিত্যানন্দের কাব্য আমরা পাঠ করবো কেন? আজকের ধাবমান বিশ্বায়নের সময়পর্বে দাঁড়িয়ে আড়াইশো বছরের প্রাচীন সাহিত্যের কাছে আমরা ফিরে যাবো কেন? বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কোভিড-পর্বে আমরা মহামারীর ভয়াবহ ক্রোধঘাতের রূপটিকে পরিলক্ষণ করেছি, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার সময়পর্বে দাঁড়িয়েও দেখেছি কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়, মানুষের মৃত্যুমিছিল, পরিযায়ী মানুষের ক্লান্ত পদচারণা। এই অবস্থায় মনে প্রশ্ন জাগে অষ্টাদশ শতকীয় কবি ঈশ্বরবন্দনার উদ্দেশ্যে রচিত মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও কিভাবে মহামারীর রূপকে পরিলক্ষণ করলেন। সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে তখনকার মানুষের মনোবস্থা কেমন ছিল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধানের তাগিদেই শীতলামঙ্গল কাব্যপাঠ আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর সৃষ্টিপত্তন পালায় জগতের সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন বেদ-পুরাণের আশ্রয়ে, গোলোকে রাখার ডিম্ব থেকে জগতের সৃষ্টি আখ্যান। গূঢ় দর্শন লুকিয়ে থাকে কবি নিত্যানন্দের এই বর্ণনার মধ্যে। পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের সারাৎসারের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টিপত্তন পালার মধ্যে। অন্যদিকে শীতলার জন্ম পালায় বর্ণিত হয়েছে দেবী শীতলার জন্ম আখ্যান, শীতলা অযোনিসম্ভবা কন্যা, যজ্ঞের অগ্নি শীতল হয়ে দেবীর জন্ম, ব্রহ্মার দেবীর পালক পিতা হয়ে ওঠার আখ্যান। অন্যদিকে শীতলার বিবাহ পালার বর্ণনায় পাওয়া যায় দেবী শীতলার সঙ্গে ঘন্টা কর্ণমুনির বিবাহ বর্ণনা। শীতলাকে নিয়ে রচিত আখ্যানগুলি পাঠ করলে মধ্যযুগীয় মনসামঙ্গল কাব্যের সঙ্গে বেশ কিছু সাদৃশ্য ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্যে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যই কি ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্যের রচয়িতাদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছিল এই প্রশ্ন শীতলামঙ্গলের পাঠকদের ভাবিত করে তোলে। মনসা ও শীতলার মধ্যে সাদৃশ্য একাধিক, অথচ দুই দেবী ভিন্নগোত্রীয় দেবী, মনসা সর্পদেবী শীতলা ব্যাধিদেবী অথচ তাঁদের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। ‘শীতলামঙ্গল’ চর্চার পথে পা রাখলে, মনসামঙ্গল সংক্রান্ত গবেষণায় বেশ কিছু নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে যায়। নিত্যানন্দ রচিত বিবাহ পালায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কবি প্রদত্ত বিবাহ বর্ণনা। কবি কাব্যের মধ্যে তৎকালীন বাংলায় প্রচলিত বৈবাহিক লোকাচারগুলিকেও নথিভুক্ত করেছেন। এই লোকাচারগুলি আজও আমাদের সমাজে বহমান। কবি নিত্যানন্দ বিবাহবর্ণনায় বলেছেন, -

“সম্ভবার প্রদক্ষিণ জয় হুলাহুলা।”^২

তাঁর কাব্যে আছে বিবাহে স্ত্রীগণের মধ্যে প্রচলিত লোকাচার, এয়োগণের কণ্ঠে উলুধ্বনির উল্লেখ। এছাড়াও বরবরণ, ‘শুভ চাউনি’, মধুপর্ক, হস্তবন্ধন, পাণিগ্রহণ, সিঁদুরপ্রদান, পুষ্প বাসর সজ্জা, সিঁদুর প্রদান, কুশাণ্ডিকা বিধি ও মঙ্গল দ্বীপ প্রজ্বলন প্রভৃতি প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত আচারগুলির অধিকাংশ এখনও আমাদের সমাজজীবনের অংশ আবার কোনো কোনো প্রথা হারিয়ে গেছে। কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী শীতলার বিবাহ পালায় এই সমস্ত সামাজিক আচারবিধিগুলিকে নথিভুক্ত করে গেছেন। সমকালীন সমাজ ইতিহাস ও আঞ্চলিক ইতিহাসের সংরক্ষণে মঙ্গলকাব্যের যে বিশেষ ভূমিকা আছে নিত্যানন্দের ‘শীতলামঙ্গল’ তার আদর্শ প্রমাণ। এই কাব্যের প্রভাব আজও বাংলার প্রান্তিক জনমানসের মধ্যে প্রচলিত, সে প্রসঙ্গে অধাপক তারাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর ক্ষেত্রগবেষণায় উল্লেখ করেছেন মেদিনীপুরের দক্ষিণ নারকেলদহ গ্রামের, এখানে আজও শীতলার বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, দেবী শীতলা এই গ্রামে পূজিত হন গ্রামের পুরোহিতের মেয়ে হিসাবে।^৩ তিনি জনমানসের দেবী, মেদিনীপুরের লোকায়ত জীবন-যাপনে তিনি অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। ফলে কেবল সাহিত্য চর্চার সীমারেখাতেই ‘শীতলামঙ্গল’ সীমাবদ্ধ নয়, নৃতত্ত্ববিদ্যা ও লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিনব উপাদান হয়ে উঠতে পারে।

সাম্প্রতিক সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও ‘শীতলামঙ্গল’-এর প্রাসঙ্গিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্য আমাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং আঞ্চলিক রাজনীতির চিত্রকে তুলে ধরে। ‘শীতলামঙ্গল’ ধারার আরেক উল্লেখযোগ্য কবি রামেশ্বর ঘোষের ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্যে উঠে এসেছে স্থানীয় বেশ কিছু শাসকের নাম। কবি রামেশ্বর ঘোষ লিখেছেন, -

“অযোধ্যা পুরের আদ্য ঘোষ দশ আদিবেতা
সিংহাসনে কোমল প্রকার্ষ।
জাহার স্তব ছাড়ি সহদ পুরেতে বাড়ি
সতাবধি সিংহ ঘোষ দানী।।”⁸

এই ইতিহাস বাংলার অনাবিকৃত আঞ্চলিক ইতিহাস। কোনো শিলালেখ, প্রশস্তি অথবা প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থে সতাবধি সিংহ ঘোষের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কবি রামেশ্বর ঘোষের কাব্য বাংলার এই অজানা ইতিহাস সংরক্ষিত আছে। ফলে ‘শীতলামঙ্গল’ চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধানের নতুন কোনো দিক আবিষ্কৃত হয়ে উঠতে পারে। কেবল রাজনৈতিক নয়, তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থাও এই কাব্যগুলিতে উঠে আসে। বাংলার প্রথম ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্য রচনা করেছিলেন কবি কৃষ্ণরাম দাস এই কাব্যে দেবতাদের অবস্থান খুবই নগন্য, দেবতাবন্দনার উদ্দেশ্যে কাব্য লিখতে এসেও কবি কৃষ্ণরাম দাস তুলে ধরেছেন মানুষের কথা। কৃষ্ণরাম মদনদাস জগাতির পালায় তৎকালীন বাংলার সুবিধেবাদী অর্থলোলুপ রাজকর্মচারীদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন, সাহিত্যের মূল লক্ষ্য থাকে সময় ও সমাজকে তুলে ধরা, আধুনিক সাহিত্যের মতো মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক, আধুনিক পাঠক ও গবেষকদের একাংশ আজও মনে করেন দেবতা বন্দনার উদ্দেশ্যে রচিত মঙ্গলকাব্যে সাহিত্যের উপাদান কম। কিন্তু কৃষ্ণরাম দাস বা নিত্যনন্দ চক্রবর্তীর মতো কবিরা যেভাবে মানুষের কথা তুলে ধরেন, তা সমকালীন সাহিত্যের নিরিখেও বিচার্য হয়ে ওঠে। পাশাপাশি ভাষাতত্ত্বের গবেষণার ক্ষেত্রেও শীতলামঙ্গল চর্চা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে বিবিধ অঞ্চলের কবি ভিন্ন ভিন্ন সময়পটে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁদের কাব্যে উঠে এসেছে বিবিধ আঞ্চলিক শব্দ, প্রচলিত শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে তাঁদের কাব্যে, নিত্যনন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে নিনি, লেচ, মুরাদ, চিটা প্রভৃতি অপ্রচলিত শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এসমস্ত শব্দ আঞ্চলিক শব্দ, অথবা প্রচলিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তিত রূপ। শীতলামঙ্গল কাব্যের মতো অর্চিত মঙ্গলকাব্য অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার অবকাশও তৈরি হয়।

দেবী শীতলা কেবলমাত্র বসন্তের দেবী নন। তিনি কৃষিদেবীও। শীতলার মাথায় শূর্ণ বা কুলা, তাঁর হাতের জলকুম্ভ জনসিঞ্চন ও কৃষিকাজের প্রতীক। জলকুম্ভধারী দেবী শীতলা জলদাত্রী দেবীও বটে। বৈদিক সাহিত্যের জলদেবী বা ‘অপ্‌দেবী’ রূপে যে দেবীর উল্লেখ আছে, ব্যোমুকেশ মুস্তাফীর মতো বহু গবেষক তাঁর সঙ্গে শীতলার সংযোগ স্থাপন করেছেন। অথচ কালের পরিবর্তনে দেবী শীতলা কেবল ব্যাধিদেবী রূপেই পূজিত হয়েছেন। বৈদিক পর্বের অপ্‌দেবী কিভাবে ব্যাধিদেবীতে পরিণত হলেন, কালপর্যায়ে এই পরিবর্তনের ধারাটি নিয়েও পর্যালোচনা করা যেতে পারে। দেবী শীতলাকে কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে নতুন ব্যাখ্যা উঠে আসার সম্ভাবনা থেকে যায়। ব্যাধিদেবী, কৃষিদেবী, জলদাত্রী, শস্য রক্ষয়িত্রী দেবী শীতলাকে অনেক অঞ্চলে সন্তান রক্ষয়িত্রীদেবী রূপেও পূজা করা হয়। দেবী ষষ্ঠী সন্তান রক্ষয়িত্রী দেবী, বাংলার লোকচার ও লোক-সংস্কৃতিতে শীতলা ও ষষ্ঠী দুই দেবীর মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। লোকসংস্কৃতিতে দেবী শীতলা, মনসা, ষষ্ঠীর মতো লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে একাধিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, এই সকল দেবদেবীদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি তুলনামূলকভাবে বিচার করার অবকাশ রয়েছে। শীতলা তন্ত্রেরও এক উল্লেখযোগ্য দেবী, বৌদ্ধ দর্শনে পর্ণশবরী ও হারিতীর মতো দেবীদের সঙ্গেও শীতলার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। রামেশ্বর ঘোষের ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্যে তন্ত্রোক্ত শীতলার আভাস পাওয়া যায়।

‘শীতলামঙ্গল’ ধারার এই কাব্যগুলিতে তৎকালীন বাণিজ্য ব্যবস্থা, মানুষেরা বৃত্তিজীবন, অর্থনৈতিক বৈষম্য অনুসারে মধ্যযুগীয় সমাজকাঠামোর চিত্রও উঠে আসে। উঠে আসে মানুষের জীবনচর্যার বিভিন্ন দিকগুলি। কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদগুলির নাম উল্লেখিত আছে। বর্তমানের গঙ্গা-তীরবর্তী ভূগোলের সঙ্গে কৃষ্ণরাম দাস বর্ণিত জনপদের একাধিক বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণরামের বর্ণনায় আদিগঙ্গার গতিপথটি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, উঠে আসে লুপ্তপ্রায় সরস্বতী নদীতে সপ্তগ্রাম বন্দরের প্রসঙ্গ, যে ইতিহাসকে কৃষ্ণরাম দাসের কাব্য থেকেই আবিষ্কার করে তোলা যায়। নদীর গতিপথ পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ভৌগোলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও মঙ্গলকাব্যের বর্ণিত ভূগোল উপাদান হয়ে উঠতে পারে।

ফলে কেবল সাহিত্য নয় সমাজবিজ্ঞানের পাঠেও আজকের দিনেও এই ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা আছে। কারণ এই কাব্যগুলির সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির শিকড়ের যোগ আছে। এই কাব্য আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক। প্রাচীন কাব্যগুলিতে একাধিক প্রবাদ-প্রবচন, ও লোকবিশ্বাসের উল্লেখ আছে, যা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। এককথায়, ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্য আমাদের অতীতের সঙ্গে যুক্ত করে, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে এবং আমাদের বর্তমানকে বোঝার জন্য সাহায্য করে। তাই সাম্প্রতিক সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম।

Reference:

১. ভট্টাচার্য আশুতোষ ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’, কলিকাতা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৩৪৬, (ভূমিকা), পৃ. ৩৩
২. মুখোপাধ্যায় অতনুশাসন সম্পাদিত, ‘দশদিশি : শীতলামঙ্গল সমগ্র’, কলকাতা -৭০০১০৭, ২০১৭-১৮ (৩৩ ও ৩৪ সংখ্যা একত্র), পৃ. ৩৩০
৩. মুখোপাধ্যায় ডক্টর তারশিস ‘শীতলার বিবাহ বাসর ও অন্যান্য প্রবন্ধ’, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, তমলুক, ডিসেম্বর, ১৯৫৯, পৃ. ১১
৪. মুখোপাধ্যায় অতনুশাসন সম্পাদিত ‘দশদিশি: শীতলামঙ্গল সমগ্র’, সম্পাদিত, কলকাতা -৭০০১০৭, ২০১৭-১৮ (৩৩ ও ৩৪ সংখ্যা একত্র), পৃ. ৪৬